শুক সারী

গীতিকার
অজয় ভট্টাচার্য

শুকসারী (গীতি সংগ্রহ)

অজয় ভট্টাচার্য

প্রকাশক—
শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র,
শ্রীঅসীম দত্ত।
৪১-ডি, একডালিয়া রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৪৮

দাম— এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
মেট্‌কাফ প্রেস
৬, রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা।

শুকসারী—আমার সাম্প্রতিক গীতিরচনার সংগ্রহপুস্তক। এর সমস্ত গান-ই সাধারণ্যে প্রচার-লাভ করেছে এবং অধিকাংশ সমাদর লাভে সমর্থ হয়েছে। অপ্রসিদ্ধ যে-ক'টি আছে, আমার বিবেচনায়, তাদের দাম কম নয়।

এ পুস্তক-প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সোদরপ্রতিম শ্রীঅসীম দত্ত এবং শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র। তাঁদের আগ্রহ আর উৎসাহ আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই নে।

শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাণীটি লাভ করেছি আমাদের মণ্টুদা—মনস্বী শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের মারফৎ। এই পরমতম প্রাপ্তির জন্যে শ্রীযুক্ত রায়কে কৃতজ্ঞতা জানাবার মত ভাষা আমার নেই।

এ পুস্তক রসজ্ঞ চিত্তের যদি কিছুমাত্র তুষ্টিবিধানে সমর্থ হয় তাহলেই নিজেকে কৃতার্থ ব'লে মনে করবো। ইতি—

রাখীপূর্ণিমা
১৩৪৮,
কলিকাতা

অজয় ভট্টাচার্য

প্রকাশকের নিবেদন—

অজয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গীত রচনার পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন—

অজয়বাবুর রচিত অসংখ্য গান হতে বাছাই করে ভাল ভাল একশ'খানি গান নিয়ে "শুকসারী" ছাপা হল। এই গানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ইতিপূর্ব্বে "শাপমুক্তি", মায়ের প্রাণ", "ডাক্তার", "জীবন মরণ", "নর্ত্তকী", "রাজ-নর্ত্তকী", "অধিকার", "পরাজয়", "দেশের মাটি", "সাথী", "আলো ছায়া", "রাজকুমারের নির্ব্বাসন", "রাজগী", ও "এপার ওপার" নামক বাঙলা সবাক-চিত্রে গাওয়া হয়ে গেছে। নতুন গানও অনেক আছে এতে।

সঙ্গীতপ্রিয় লোকদের কাছে "শুকসারী" আদরলাভ করতে পারলে আমরা খুসী হব।

আলো সাহিত্য সংঘ
৪১-ডি, একডালিয়া রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র
শ্রীঅসীম দত্ত

অজয় ভট্টাচার্যের

"শুকসারী"র কয়েকটী

অধ্যাত্ম-সঙ্গীত সম্বন্ধে

ঋষি শ্রীঅরবিন্দের

অভিমত :—

The songs are very beautiful. Here is evident everywhere in them a delicate psychic inspiration and poetic gift.

"The songs are very beautiful. Here is evident everywhere in them a delicate psychic inspiration and poetic gift"

SRI AURABINDA.

উপহার

সূচীপত্র

গান নং	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি			পৃষ্ঠা
১।	শুক কহে, সারী প্রেমের লাগিয়া	...	...	১
২।	বাঙলার বধূ, বুকে তা'র মধু	...	...	২
৩।	এক চাঁদ আজি শত চাঁদ কেন হোলো	...	...	২-৩
৪।	বনে নয়, মনে রঙের আগুন	...	...	৩
৫।	যে পথে যাবে চলি'	...	...	৪
৬।	চৈতালী বনে মহুয়া কাঁদিছে	...	...	৪
৭।	আমার জনম হলো তোমার পথে গো	...	...	৫
৮।	সেদিন শুধালো বাঁশি	...	...	৫
৯।	চৈত্র দিনের ঝরা-পাতার পথে	...	...	৬
১০।	আমি বন-বুলবুল গাহি গান	...	...	৬
১১।	ওরে চঞ্চল, এই পথে এই যাওয়া	...	...	৭
১২।	যবে, কণ্টক পথে হ'বে রক্তিম পদতল	...	...	৭-৮
১৩।	এই পেয়েছি অনল-জ্বালা	...	...	৮
১৪।	হায়, কভু যে আশায় কভু নিরাশায়	...	...	৯
১৫।	পাপী আজ কোন্ কথা কয়	...	...	৯
১৬।	শুনি ডাকে মোরে ডাকে	...	...	১০
১৭।	ফিরে যায় মরীচিকা	...	...	১০
১৮।	বন্ধু হে, তুমি এলে আজ মোর আঁখি ধারে	...	...	১১
১৯।	ভ্রমরা কহিল, কমল আঁখি তোলো	...	...	১১
২০।	বাঁশরিয়া রে, কোথায় শিখেছ	...	...	১২
২১।	বনের দু'টী পাখী খাঁচায় ছিল বাঁধা	...	...	১২
২২।	মধুর মাধুরী সনে রূপ-রাস নিধুবনে	...	...	১৩
২৩।	এই তো মিলন স্বর্গ	...	...	১৩
২৪।	আমার এ-গান পায় কি তোমার চরণতল	...	...	১৪

২৫। কোন্ প্রভাতের মনের রঙে পথের ধূলি রাঙা ... ১৪
২৬। সে নিল বিদায় না-বলা ব্যথায় ১৫
২৭। বিলিয়ে দেয়ে সকল পুঁজি দু'হাতে ১৫
২৮। পায়ে-চলার পথের কথা কে জানেরে ১৬
২৯। আকাশের চাঁদ ওগো ১৬
৩০। সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে ১৭
৩১। ওরে বন্ধুরে, মনের কথা কইবার আগে ১৭
৩২। আমার, মন-ভুলানো কাজ-ভাঙানো ১৮
৩৩। গেল সে বকুল তল দিয়া ১৮
৩৪। বিদেশীরে উদাসীরে ফিরে তুমি যাও ১৯
৩৫। সহজ মাটির সহজ শিশু আয়রে আয় ১৯
৩৬। ভাদরের ভরা নদী আদরের মেয়ে যেন ২০
৩৭। দুয়ারখানি খুল্‌ল নারে ওদের দুয়ার খুল্‌ল না ... ২১
৩৮। নীল পাহাড়ের পাশে ২১
৩৯। বাঁধিনু মিছে ঘর ভুলের বালুচরে ২২
৪০। শেষ হলো তোর অভিযান ২২
৪১। তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে ২৩
৪২। আবার যেরে রং ফিরেছে ধূলার ধরণীতে ২৪
৪৩। দুঃখে যাদের জীবন গড়া ২৫
৪৪। লোহার লাঙল পরশ পাথর ধুলায় সোনা গড়ে ... ২৫
৪৫। কোথা সে খেলাঘর বিজন নদী-তীরে ২৬
৪৬। কজ্জলে নাহি কাজ উজ্জ্বল নয়ানে ২৬
৪৭। প্রেম-যমুনারি পারে ২৭
৪৮। তোমার আমার মিলন প্রভু ২৮
৪৯। মধুমালা সই গো আমার ২৮-২৯
৫০। চম্পাফুলের দেশে বন্ধু ২৯
৫১। তোমার গানের ডালা তোমার গলার মালা ৩০

৫২। কী রূপ হেরিনু যমুনা পিনানে ৩১
৫৩। প্রভু, হয় নি জ্বালা তোমার পূজার প্রদীপ-খানি ... ৩১
৫৪। সেই ভাল মা এম্নি ক'রে ৩২
৫৫। আকাশ তোমায় রাখতে নারে ঢেকে ৩২
৫৬। স্বপনে গিয়েছিনু হারানো ব্রজধামে ৩৩
৫৭। আমারে, উদাস করে কোন্ উদাসী ৩৪
৫৮। আমার, মনের মাঝে মন রয়েছে ৩৫
৫৯। যে আমারে ডাক দিয়ে যায় ৩৫-৩৬
৬০। ফোটে ফুল মনের মাঝে ৩৬
৬১। হে অরূপ, হে গোপন ৩৭
৬২। আমার চলার পথ এবার হয়েছে সারা ৩৭
৬৩। সন্ধ্যার ছায়াপারে তোমায় দেখিনু যবে ৩৮
৬৪। আজি মম অন্তরে কত কথা সঞ্চরে ৩৮
৬৫। অকারণ আকুলতায় কেন আজ ৩৯
৬৬। গানের মাঝে তোমারে পাই ৩৯
৬৭। এ ঘোর বরষা রাতে ৪০
৬৮। যে বাঁধনে চাহ বাঁধিতে মোরে ৪০-৪১
৬৯। তোমায় আমায় দেখা হ'বে ৪১
৭০। আমারে পিয়াল বনের পাতার নাচন ৪২
৭১। সবাই কহে তুমি বন্ধু যেন ফুলের মালা ৪২-৪৩
৭২। নিঠুর বলো না মোর শ্যামে ৪৩
৭৩। আকাশে ঐ রংএর লিখন ৪৩-৪৪
৭৪। এবার উঠিল সন্ধ্যা-তারা ৪৪
৭৫। প্রভাতী ফুল যা'রে চাহে ৪৫
৭৬। আমার ব্যথা গান হয়ে আজ বাজে ৪৫-৪৬
৭৭। যেথা দিন মিলাবে অস্তাচলের ছায়াপারে ৪৬
৭৮। তুমি হইও চোখের জল ৪৭

৭৯। দুঃখ আমার হলো না জয়ী বিজয়-তিলক লয়ে ... ৪৭-৪৮
৮০। আজি গোধূলির বাঁশরি ৪৮
৮১। তোমার যা'বার কালে ৪৯
৮২। সেদিন বরষা রাতি ৫০
৮৩। তুমি ফিরে এসো তোমার ভুবনে ৫০
৮৪। প্রভু আমার সকল ভুল ৫১
৮৫। মনের মাঝারে গড়িনু বৃন্দাবন ৫১
৮৬। মিলনে তুমি নাহি যে প্রিয় ৫২
৮৭। রাতের পাখী ডাকে ৫২
৮৮। তোমার গানের শেষে ৫৩
৮৯। কোমল শিরীষদলে ৫৩-৫৪
৯০। সে কোন্ সাগর পারে ৫৪
৯১। ময়ূর-কণ্ঠী নদীর নাম ৫৫
৯২। আঁধারের হিয়া টুটে ৫৫
৯৩। সখা কে তোমারে গড়েছিল ৫৬
৯৪। সে কোন্ সুরে হৃদয় পুরে ৫৭
৯৫। কাঁদিয়ারে দেখি' কালা হলো আঁখি ৫৮
৯৬। সে যে অন্তর ময় ৫৯
৯৭। তোমার বনে ফাগুন এলে ৬০
৯৮। আমার লাগিয়া তুমি হলে যোগী ৬০-৬১
৯৯। যদি বা ফুরালো গান ৬১
১০০। সন্ধ্যা যখন নামে গোপন পায় ৬২
১০১। আজি নব পরিচয়ে ৬২-৬৩
১০২। বিজন ঘরে মনের সাথে ৬৩

(57)
68

শেষ

দ্রষ্টব্য :—এই গানগুলির মধ্যে যে গানগুলি ইতিপূর্ব্বে বাঙলা সবাক-চিত্রে গীত হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল। কোন্ গান কোন্ সবাক-চিত্রে গাওয়া হইয়াছে তাহা গানের নম্বর অনুসারে লিখিত হইল :—

১, ২, ৩, ৪ ও, ৫ নং গান—"শাপমুক্তি"।
৬, ও ৭ নং গান—"মায়ের প্রাণ"।
৯, ১০, ১১, ও ১২ নং গান—"ডাক্তার"।
১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬ নং গান—"জীবন মরণ"।
১৭, ১৮, ১৯, ও ২০ নং গান—"রাজকুমারের নির্ব্বাসন"।
২১, ২২, ২৩ নং গান—"আলো ছায়া"।
২৪, ২৫, ২৬, ও ২৭ নং গান—"পরাজয়"।
২৮ নং গান—"সাথী"।
২৯, ৩০, ও ৩১ নং গান—রাজগী"।
৩৪, ৩৫, ও ৩৬ নং গান—"এপার ওপার"।
৩৭, ও ৩৮ নং গান—"রাজ নর্ত্তকী"।
৩৯, ৪০, ও ৪২ নং গান—"দেশের মাটী"।
৪৩, ও ৪৫ নং গান—"অধিকার"।
৬১ নং গান—"নর্ত্তকী"।

—০—

শুকসারী

শুক কহে, সারী প্রেমের লাগিয়া পরাণ সে দেওয়া যায়,
স্বরগের সুধা প্রেম হ'য়ে এলো **ধরণীর ধূলিকায়।**
সারী কহে, শুক পিরীতি করিয়া কে পেয়েছে সুখ কবে,
সুধা হয় তার কালো হলাহল কালারে চাহে সে যবে।
কহে শুক, তবে নদী কেন অই চাহিছে সাগরে নিতি
ভ্রমরার লাগি' কেন ফোটে ফুল কে গড়িল হেন প্রীতি।
সারী হেসে কয়, রাধা কেন তবে কাঁদিল জনম ভ'রে,
কানু কানু করি' ঘর হ'ল পর কেন সে জীবনে মরে।
শুক বলে, শোন পিরীতের গুণ তিলে তিলে সে তো বাড়ে
সব দিয়ে তা'রে মনে হয় তবু দেই নি তো কিছু তা'রে।
সারী কহে, ভালো বলেছ হে গুণ তিলে তিলে বাড়ে জ্বালা
প্রেমের নাম যে মরণ রেখেছে বুঝিয়া গোপের বালা॥

—০—

বাংলার বধূ, বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা,
কত সীতা সতী পরাণে তাহার গোপনে বেঁধেছে বাসা।
শিবের পূজায় শিব সে যে পায়, পুতুল খেলায় বাসর সাজায়,
বালিকা সে হয় বালিকা তো নয়, জানি তবু অজানা সে
কখনো তাপসী কখনো ঘরণী কল্যাণী গৃহবাসে॥
বৈশাখে তার উদাস নয়ন আমের ছায়ায় বিছায় শয়ন,
কাল-দীঘি-জলে আপন ছায়া সে আনমনে দেখে সাঁঝে,
মনের ঠিকানা খুঁজিয়া পায় না, ভুল হয় সব কাজে॥
প্রথম আষাঢ়ে নীল মেঘ পানে কেন সে বালিকা নীল আঁখি হানে!
ডাহুকির ডাকে কত ব্যথা জাগে পাষাণে বাঁধে সে হিয়া
আঁধারে লুকায়ে আঁধার বয়ান প্রিয় লাগি কাঁদে প্রিয়া।
কাশ বনে কে গো শ্বাস ফেলে যায়,
আঁচল দোলায় আশিন হাওয়ায়,
কার মধু ডিঙা ভিড়্‌বে এ ঘাটে
ফিরবে কি প্রিয় ঘরে?
শেফালিকা তলে কাঁকণের বোলে মালা গাঁথে থরে থরে॥
ফাল্গুনে ঐ অশোক পলাশে তা'রি হিয়া বুঝি রাঙা হয়ে হাসে,
কোকিলার গানে সুখের বেদনা সহিতে পারে না বালা,
কিবা যেন চায় কহিতে না চায় চন্দনে বাড়ে জ্বালা॥

———০———

এক চাঁদ আজি শত চাঁদ কেন হোলো
এক ফুলে শত-ফুল-মধু কেন বলো?
আমার ভুবন তোমার মাঝারে হারা
দেখনি তো হায় তোমার নয়নে
নেমেছে রাতের তারা।

ওপারের ঢেউ এপারের সনে মিশে
উলু দিল তাই পাখীরা গানের শীষে
তুমি চন্দন আমি মিলি বারি হয়ে
তোমার বেণুতে গান হয়ে ফুটি
ঘুম-ভাঙ্গা সুর ল'য়ে।
সীমার বাঁধনে এ মিলন নাহি রহে
মন দে'য়া নে'য়া ধূলির বাসরে নহে
আরো চাওয়া আরো পাওয়া যেথা সেথা চলো।

———০———

বনে নয়, মনে রঙের আগুন,
পাও কি দেখিতে পাও কি?
গানে নয়, প্রাণে প্রণয়ের কথা
সে কথা শুনিতে চাও কি?
আজ মনে হয় বিপুল ধরণী
ধরিতে পারে না দোঁহারে
মনে হয় শুধু তুমি আমি আছি
আর কিছু নাই কোথারে—
তবু ভাবি যেন তুমি আমি নাই
এক হ'য়ে গেল তা'ও কি?
ঘুম-ঘুম ঐ পিয়ালের শাখা
ঘুমাক বাতাস ক্ষতি নাই
নয়ন জাগিছে নয়নের লাগি'
হিয়া লাগি' হিয়া জাগে তাই—
ক্ষণেকের এই পেয়ালা ভরিয়া
জনমের সুধা নাও কি?

———০———

যে পথে যাবে চলি'
মুকুল যেও দলি'
গানের বাঁশিখানি
ভাঙ্গিও নিজ হাতে।
ভুলিয়া যেও স্মৃতি
ফিরায়ে নিও প্রীতি
একদা দিলে যাহা
অধীর মধু-রাতে।
গানের বাঁশিখানি
ভাঙ্গিও নিজ হাতে।
ডেকেছ কত নামে
পুলকে বেদনায়
প্রাণের কানে কানে
সে নাম বাজে হায়,
বলিয়া যেও প্রিয়
কেমনে ভোলা যায়।
ফুরালো মিছে খেলা,
কখন গেল বেলা,
ভুল সে হলো সাঁঝে
ফুল যে ছিল প্রাতে।
গানের বাঁশিখানি
ভাঙ্গিও নিজ হাতে॥

চৈতালী বনে মহুয়া কাঁদিছে
মধু-মাধবীর বেলা
কি হলো আমার কে জানে!
গানের ভুবনে ভাঙ্গা সুর লয়ে
আর কত করি খেলা
সুর-হারা সুর কে টানে।
তারার বাসরে নিভে-যাওয়া তারা—আমি সে কি?
বসন্ত রাতে প্রথম আষাঢ়—এলো দেখি!
মিলন-মালায় লুকায়ে রয়েছে
কা'র দেওয়া অবহেলা?
মোর পরাজয় কে আনে?

আমার জনম হলো তোমার পথে গো
তুমি আমার ভগবান
আমার ক্ষুধার মাঝে
আমার জ্বালার মাঝে
আমার ব্যথার মাঝে তোমার দয়া গো
নিতুই বাঁচায় আমার প্রাণ, (ভগবান)
আঁধার নামে ঘোর
তুমি আছ মোর
আমার দুখের কালোয় তোমার আলো গো
বাঁচার আশা করে দান, (ভগবান)
জনম-ভুখা মোর বুকে দিলে ঠাঁই
জনম-ভিখারীর জীবন তুমি তাই।
ধূলির মানুষ আমি
তুমি নিলে নামি'
তোমার নামের মালা আমার গলে গো
গাহি তোমার জয়গান। (ভগবান)

সেদিন শুধালো বাঁশি
কে দিল আমায় সুর?
নীরব রহিল ফুল
চাঁদ চলে গেল দূর।
কবি তবে কহে গানে
কহে বাঁশরির কানে,
মোর সুর লয়ে তুমি
সুরে সুরে ভরপুর।

—:০:—

চৈত্র দিনের ঝরা-পাতার পথে
দিনগুলি মোর কোথায় গেল
বেলা-শেষের শেষ আলোকের রথে।
নিয়ে গেলো কতই আলো কতই ছায়া
নিলো কানে কানে ডাকা নামের
মনে মনে রাখা মায়া,
নিয়ে গেলো বসন্ত সে
আমার ভাঙ্গা কুঞ্জশাখা হ'তে।
দূরে দূরে কোথায় আমার স্বপনখানি
কয়ে বেড়ায় এই তো আমি
প্রাণে প্রাণে চিরদিনের জানাজানি
কোথায় আমার নয়ন আলো
কোন প্রদীপের আলোর সনে
কেমন করে সে মিলালো!
আবার সে কোন সুদূর বিপুল নভে
অস্তপারের দিনগুলি মোর
নূতন উষার মালা হ'য়ে রবে,
আমায় ওরা চিনবে না গো
চিনবো না আর আমি কোন মতে।

—:০:—

আমি বন-বুলবুল
গাহি গান আমি রে,
ছলছল নদী জল
বহি দিন যামী রে।
আমি ঘুম নিঝুম
দিয়ে যাই চোখে চুম
আলো হয়ে জ্বলে উঠি
ছায়া সম নামি রে।

বাসরের ঘরে আমি
প্রণয়ের গুণ গুণ
উদাসীর ভাঙ্গা মন
রাঙ্গা হয়ে করি গুণ;
ধরিতে যে আসে মোরে
ধরা দেয় মোর ডোরে
নিয়ে যেতে মোরে হায়
সে তো রয় থামি' রে।

ওরে চঞ্চল,
এই পথে এই যাওয়া
এই সুরে এই গাওয়া
শেষ নয় শেষ নয়
সে কথাটী বল (ওরে চঞ্চল)।
হেথা তুই চির চেনা
এই ঘাটে লেনা-দেনা
ফুরাবে না ফুরাবে না,
শুধু চলাচল (ওরে চঞ্চল)।
স্বপ্নের কবি রে,
ধরণীর পথে পথে এঁকে গেলি ছবি রে
স্বপ্নের ছবিরে—
(স্বপ্নের কবি রে)
যেথা তুই হবি হারা
সেথা সুরু নহে সারা
তূণে তূণে তোরি প্রাণ
বীণে বীণে তোরই গান
'নাই' মাঝে চির থাকা
ছেড়ে দিয়ে চির রাখা
রে অতীত, অনাগতে হবি উজ্জ্বল
(ওরে চঞ্চল)।

যবে, কণ্টক পথে হবে রক্তিম পদতল
অন্তরে ফুটিবে যে সুন্দর শতদল,
দুঃখের লিপিলেখা বিচ্ছেদ কালিমায়
উজ্জ্বল হ'বে জানি মিলনের চাঁদিমায়,
বন্ধন মাঝে মোর মুক্তির কোলাহল।

রাত্রি এ নয় কভু যাত্রীরে কিবা ভয়
হৃদয়ের স্তরে তা'র দিবসের বিভা রয়
রিক্ত এ তরুপ্রাণে ফাল্গুন ছল ছল।
নিশীথের দুখস্মৃতি প্রভাতের গীতি হয়,
বেদনার অশ্রু যে বেদনার গাহে জয়,
ঝঙ্কার পাশে ওই
কল্যাণ আসে ওই,
হলাহল পাত্র যে সুধারসে টলমল।

—:০:—

এই পেয়েছি অনল-জ্বালা
তারেই শুধু চাই,
হারিয়ে গেলাম আপনারে
দুঃখ কিছুই নাই।
শিশুর মত অবুঝ খেলা
খেলেছিনু সারা বেলা
মাটীর পুতুল ভেঙ্গে দিলাম
আপন হাতে তাই।

চলার পথে পাইনি কি যে
খুঁজব কেন আর
চেয়েছিলাম জয়ের মালা
তাই মেনেছি হার।
সেই তো সুখের সারা
তবু যেন কোথায় আজি
একটি ব্যথা ওঠে বাজি'
আমার চোখের জলে কাহার
অশ্রুধারা পাই।

—

হায়!
কভু যে আশায় কভু নিরাশায়
দিন বয়ে যায়
মোরে নাহি চায়।
কভু ফোটে ফুল
ভাবি সে কি ভুল
কখনও মিলন বিরহ-বেদন
দিন বয়ে যায়
মোরে নাহি চায়।

কে হ'লো বাহির মোর হিয়া হ'তে
তারই আসা যাওয়া হৃদয়ের পথে
কাছে থেকে দূর
তবু সে মধুর
সে যে মোর ব্যথা, সুখ-আকুলতা
দিন বয়ে যায়
মোরে নাহি চায়
হায়!

—

পাখী আজ কোন্ কথা কয় শুনিস্ কি রে?
বলে সে, বসন্ত আর আসবে না রে ভাঙ্গা নীড়ে।
লয়ে তোর শূন্য হিয়া শূন্য পানে আয়রে ফিরে।
পাখী আজ কোন্ কথা কয় শুনিস্ কি রে?
বলে সে, কোটি ফাগুন জ্বালে আগুন গগন-তীরে।
ভরে' নে শূন্য ডালা
গেঁথে নে ছিন্ন মালা
বাজা তোর আঁধার-বীণা
এই প্রভাতের আলোর মীড়ে।
এ ধরা নয়রে মিছে নয় রে ফাঁকি
হেথা যে পরশ-রতন আছে গোপন
দেখিস্ না কি?
খুলে দে হৃদয়-দুয়ার
বাহিরের আসুক জোয়ার
আজি তুই নূতন করে আপনারে
চিনবি ফিরে।

—:০:—

শুনি ডাকে মোরে ডাকে!
কা'রা দিল আঁখিজল
কে নিয়েছে বুকে করি'
আমার এ বেদনাকে!
ওপারের আলোছায়া
আবার আনিছে মায়া
আবার গাহিছে পাখী
জীবনের তরুশাখে॥
আজি তৃণদল ওই
বলে প্রিয় তুমি কই!
ধরণীর ভালবাসা
আঁচল বিছায়ে রাখে।
বহু দিবসের ফেলে-আসা দিন
আবার হৃদয়ে বাজালো কি বীণ?
পথ 'পরে ভোলা গান
সহসা পেয়েছে প্রাণ
কা'রা কহে, তুমি আছ ভুলিনি তোমায় ওরে
হের আলো মেঘ ফাঁকে॥

—০—

ফিরে যায় মরীচিকা,
নিভে যায় দীপ শিখা,
রঙে রঙে আঁকা ছবি,
আঁধারে লুকায় সবি,
নিজ হাতে মুছে যায়,
আপনার জয়টীকা।

শাখে শাখে কাঁদে পাখী,
যেতে নাহি দিব কহে,
পথ 'পরে ঝরা-পাতা
চরণ ধরিয়া রহে।
মিলনে সে নাহি রয়
বিরহে সে মিছে হয়,
সে কি মায়া, সে কি ছায়া,
আঁখিজলে লিপিলেখা।

—০—

বন্ধু হে, তুমি এলে আজ মোর আঁখি ধারে
মিশাতে অশ্রু তব,
আমার প্রদীপে ছিল না ত শিখা,
তুমি হলে শিখা নব।
দুঃখেরে আমি প্রিয়তম করি',
রেখেছিনু মম অন্তর ভরি',
মোর প্রতিমায় দিলে যদি প্রাণ
সে সুখ বরিয়া লব।
উদয় উষায় গোধূলি বেলায়,
কভু দেখি আলো, কভু যে ছায়ায়,
আমার যে কথা, কেহ শুধালো না,
সে কথা তোমায়ে ক'ব।

—০—

ভ্রমরা কহিল, কমল আঁখি তোলো
সহজে কোমলা মানিনী মান ভোলো।
সজল নয়নে কমল কহে হাসি',
ভাল হে নিঠুর, ডাকিলে তবু আসি'।
কহিল ভ্রমরা এ কথা নাহি বোলো,
আমার পরাণ তোমার আজি হোলো।
মোহিয়া কমলে গাহিল অলি কত,
সরমে রাঙিয়া কমল-মুখ নত।
গাহিল ভ্রমরা যাবার বেলা হোলো,
কহিল কমল একথা নাহি বোলো।

—০—

বাঁশরিয়া রে,
কোথায় শিখেছ বাঁশি বাজান,
শ্রবণে পশিয়া বাঁশি, হোলো যে মরণ বাণ।
চাঁদের কণা গলিয়া পড়ে সুরে গো,
নিকটে শুনি যে বাঁশি বাজাইলে দূরে গো,
পোড়া বাঁশি পুড়াইব অনলে করিয়া দান।
তরল বিষের বেণু
কেন আমি শুনিলাম,
হৃদয় জ্বালানি বন্ধু
কেন তোমায় দেখিলাম।
ঘর যে আমার পর হইল গো,
পর যে হইল জীবন আমার,
তোমার লাগি' চোখের জলে গেঁথেছি গলার হার ;
শ্রবণে বধির হব, না শুনিব বাঁশি,
নয়ন উপাড়ি' দিব, না হেরিব হাসি,
বাঁশির সুরে ডুবে আমি ত্যাজিব পরাণ॥

—০—

বনের দুটী পাখী
খাঁচায় ছিল বাঁধা
এটির গান ছিল
ওটির সুরে সাধা ;
এ যদি পেত সুধা
মিটিত ওর ক্ষুধা
কাঁদিলে এ জনা
ওটিরো হতো কাঁদা।

আকাশ একদিন
ডাকিল এসো বলি'
সোনার খাঁচা ভাঙ্গি'
একটী গেল চলি' ;
বিহগী একা রহি'
কাঁদিল এই কহি',
দুটীতে ছিনু এক
আমি তো শুধু আধা॥

—০—

মধুর মাধুরী সনে রূপ-রাস নিধুবনে
নিকষে মিলয়ে যেন কাঞ্চন-রেখা,
শ্যাম-করে কর দিয়া শ্রীমতী বিবশ হিয়া
নব-জলধরে যেন ইন্দুর লেখা।
কিবা বঙ্কিম ঠাম ধরায় যে অনুপাম
খঞ্জন পায় লাজ গতি-সুখ ভঙ্গে,
অধরে মুরলী পূরে রাধা নাম সাধা সুরে
দুঁহু সনে দুঁহু বাঁধা অপরূপ রঙ্গে।
নূপুর নিকণ শুনে কোকিলায় লাজ মানে
ভ্রমরা ভুলিল হেরি' মুখ-কমলে
সখিজন দূরে রহি' উলু দেয় রহি' রহি'
ধূলায় ধরায় একি প্রেম উছলে।
হেন রূপ দরশিতে বারি ঝরে আঁখি-পাতে
না হেরিলে আরো দুখ পরাণে জাগে
বাখানিতে নাহি ভাষা পূরিয়া না পূরে আশা
নয়ন ছাড়িয়া রূপ হৃদয়ে লাগে।

—০—

এইতো মিলন সুরু
গভীর বিরহ পারে
নয়নে হারাই যারে
অন্তরে লভি তারে।
ক্ষণিক শিশির ঢাকা
কুসুম-কানন-শাখা
আজ নয়, জাগিবে সে
ফাল্গুন অভিসারে।
পলকের ছেড়ে যাওয়া
তা'রি মাঝে চির-পাওয়া

তবু কেন কহে পাখী,—
ভুল, সবি ভুল হয়,
তবু কেন ভীরু হিয়া
বারে বারে মানে ভয় ?
এ বেদনা নহে কাঁকি,
আঁখিজল মিছে নয়,
এ দহনে হ'বে জানি
আঁধারের পরাজয়।
খুলিনু যে রাখী হাতে
জড়ালো হিয়ার সাথে
দূর হয়ে যেবা যায়
সে আসে হৃদয় দ্বারে॥

আমার এ গান পায় কি তোমার চরণতল ?
ও আমার শত-সুধার শতদল,
যে-সুর লভি' উষার দ্বারে,
হারাই যে সুর অস্তপারে,
সে সুর আমার গন্ধ তোমার
কোন্ মিলনে ছল ছল ?
(আমার) সকল জীবন ফুটলো এবার
একটী গানে,
(আমার) পরম প্রকাশ হ'লো আজি
তোমার পানে।
দীনতা মোর কি গৌরবে
ধন্য হলো কি সৌরভে,
ভ্রমর পেলো পথের দিশা,
পেলো তৃষার পরিমল।

———

কোন প্রভাতের মনের রঙে পথের ধূলি রাঙা।
হেথায় নাকি ওঠে রাতে আধখানি চাঁদ ভাঙা॥
পাহাড় 'পরে আলোর মুকুট, মেঘে সোনার লেখা।
হেথায় নাকি মন হারালে পায় না মনের দেখা॥
পথের বাঁকে নূতন পথের সুরু
না-পাওয়াকে পাওয়ার আশায় হিয়া দুরু দুরু!
পাতার বাঁশী বাজায় বসি' পাহাড়িয়া কোন ছেলে,
ফুলের গন্ধ মেখে বাতাস একটী নিশ্বাস যায় ফেলে।
এগিয়ে চলার ছন্দ
আমায় দিল আনন্দ,
এই তো ভালো বিলিয়ে দেওয়া,
হারিয়ে যাওয়া রিক্ত হ'য়ে,
যাবার সময় ঝরা বকুল সে বারতা যায় রে কয়ে।

———

সে নিল বিদায়
না-বলা ব্যথায়
আমি ছিনু অভিমানে
রজনীগন্ধা জানে,
সে কেন তাহারে
সাধিল না হায়!

ছিল মোর চোখে জল
দেখিনি যাবার আগে,
মুখি কেন কহিল না,—
যেওনা, শপথ লাগে।
পথে তৃণদল ছিল
সে কেন রে যেতে দিল
ফুটিল না কেন নিঠুরের পায়।

———

বিলিয়ে দেরে সকল পুঁজি দু'হাতে
দেরে আপনায়।
দিন গেল তোর লাভের হিসাব মিলাতে,
কি লাভ পেলি তায় ?
সব হারাতে কেন রে তোর ভয় ?
তা'র মাঝে রয় চরম পাওয়া পরম সঞ্চয় ;
শূন্য হয়ে পূর্ণ হবি দেবার সুষমায়।
একলা বাঁচা নয় রে বাঁচা—
ওরাই যদি মরে,
একটী প্রাণের তুই যে কণা
ওদের সাথে বাঁধা চিরতরে।
শতদলের তুইও একটী দল—
ওরাই যদি যাবে ঝরে' বাঁচবি কিসে বল্ ?
দীপান্বিতার একটী যে দীপ,
নিভলে সবাই সেও নিভে যায়—
দেরে আপনায়, বিলিয়ে দেরে আপনায়।

———

পায়ে-চলার পথের কথা কে জানেরে কে জানে।
কোথায় যে তার জনম হ'ল
কোথায় চলে কার পানে!
গাঁয়ের ধারে কাজ্‌লা দীঘি
তার পাশে এক পাতার ঘর,
সেথায় আছে কাদের মেয়ে
পথ নিয়ে যায় তার খবর।
ময়নামতির মাঠের ধারে
পদ্ম ভরা বিলের পারে
নূতন ধানের গন্ধ লয়ে
পথ চলেছে দূরে দূরে।
রাখাল ছেলে বাজায় বেণু
গোঠে চরে শতেক ধেনু
কান পেতে সেই সুরে।
হিজল বনের ছায়া কাঁপে
লক্ষ্মী নদী অঞ্চলাতে,
ঘোম্‌টা পরা ছোট্ট মেয়ে
ভাসায় ডিঙ্গি কেয়া পাতে,
পথ বলে যায় একটি কথা
তারি সাথে ইসারাতে॥

———

আকাশের চাঁদ ওগো
রহিও সুদূরে নিতি।
ধরণীর ধূলিকণা
নীরবে মাগিবে প্রীতি।
সে যে ভালো ওগো প্রিয়।
দূর হতে দেখা দিও॥
ভয় মোর কাছে এলে
ভুলে যাই কথা গীতি॥

———

সাজে নওল কিশোর
চাঁদের তিলকে
তার বনফুল মালা দোলে।
সে যে বংশীওয়ালা
মোহিল ভুবন
তার মোহন মুরলি বোলে।
মোর আনন্দ সে যে
নন্দ দুলাল
(মোর) ছন্দদুলাল।
রহে কদম্ব-মূলে যমুনার কূলে
বাঁশিতে উজান তোলে।

নিধুবনে সখা লয়ে
খেলে হরি শিশু হয়ে
অধরে মধুর হাসি জাগে।
যেথা চলে শ্যামরায়
ফুল জাগে পায় পায়
ধূলিকণা পদ-ছায়া মাগে॥
যবে আমার জীবনে আসি'
(প্রভু) ডাকিবে বাজায়ে বাঁশি,
যেন অন্ধ নয়ন জাগে।
প্রেমের মলয় রাগে,
হৃদয় দুয়ার যেন খোলে॥

—•—

ওরে বন্ধুরে,
মনের কথা কইবার আগে
আঁখি ঝইরা যায়।
আমার মতন ব্যথা লইয়া
পাষাণ-ও ভাঙ্গিবে হায়॥
আশা দিয়া ঘর বাঁদিনু
সোনার বালুচরে।
তুমি না আইলারে বন্ধু
ঘর যে নিল ঝড়ে॥
ঘষিয়া ঘষিয়া জ্বলে
দুখেরি অনল
(মোর পরাণ জ্বালায়)।
আমার মতন ব্যথা লইয়া
পাষাণ-ও ভাঙ্গিবে হায়॥

—•—

আমার, মন-ভুলানো কাজ-ভাঙ্গানো
বাঁশি ওরে বাজিস কোথায়—
আমার, একার লাগি' একটী মানুষ
একালা বসি কাঁদে যেথায়—
আমি, শুনি ধ্বনি সকাল সাঁঝে
কার নয়নের কান্না আনি',
দিলি আমার নয়ন মাঝে !
ও কার সুখের গাঁথা ফুলের মালা
আমার লাগি' ঝরে ব্যথায় ?
ওরে যে পথ গেছে সেই না দেশে,
নাওরে আমায় সুরের রেশে—
আমার মন গিয়েছে কখন উড়ে
আমিই শুধু আছি হেথায় ॥

—০—

গেল সে বকুল তল দিয়া
আঁখির আড়ালে গেল হায়,
বুঝিনি সে-যাওয়া চির-যাওয়া
চেতনা জড়ালো বেদনায়।
স্মরণ মাখান তরুতল
আজিও রয়েছে ফুলদল
ভুলিতে ভুলিনু সব কিছু
তবু না ভুলিনু দেবতায়।
বাঁশরী গেয়েছে গীতিশেষ
গোপনে রয়েছে আজো রেশ
বিরহ লয়েছি প্রাণে তুলে
তবু কি মিলন আশা তায় ?

—০—

বিদেশীরে উদাসীরে
ফিরে তুমি যাও
এ ঘাটে ভিড়ায়ো না
তোমার সাধের নাও
এ-দেশ যে বিদেশ তোমার
ফিরায়ে নাও চম্পক হার
ঢোরা বালি পড়বে ভেঙ্গে
ঘর কেন বাঁধাও ?

চোখের জলের কি আছে দাম
পাষাণীয়া দেশে
পরাণ দিয়া পরাণ হেথায়
পায়না তো কেউ শেষে ;
একটুখানি পাইলে বাতাস
বাঁশিও দেয় গানের হুতাশ
বুকের নিশাস দিলে সবি
হেথায় বিফল তাও ॥

—০—

সহজ মাটির সহজ শিশু
আয় রে আয়,
দুঃখ আছে প্রাণের তলে
কি দুখ তায় !
ওদের আছে ইঁটের পাঁজা
তোদের আছে সবুজ তাজা
ওরা চিনুক হীরা মাণিক
তোরা চিনিস আপন মা'য়।
এই ধূলাতে রসের ধারা গোপন ছিল
তোদের ডাকে ফুলের শাখে
ধানের শীষে সাড়া দিল।
এই আকাশের রোদে জলে
মানুষ হবি পলে পলে
হাসুক ওরা আঘাত দিয়ে
হাসবি তোরা সেই ব্যথায় ॥

—:০:—

ভাদরের ভরা নদী আদরের মেয়ে যেন
ছুটলো রে।
কল কল হাস্যে
ছল ছল লাস্যে
চঞ্চল বিজলী কি ফুটলো রে।
ঝাউবন ছাড়িয়ে
আপনারে হারিয়ে
চল্‌লো সে
কোন্ কথা বোল্‌লো সে ?
বললো কি ফিরে এসে
আসিনু ঘূর্ণিবেশে
তোমাদের এই তীরে,
সাপের ফণার মত
বন্যা সে আনে কত
সব কিছু নিবে কি রে ?
পাতার কুটীরগুলি
ভেসে যায় দুলি' দুলি'
ভাঙনের খেলা মেতে উঠলো রে।
ঘরের বাঁধন বুঝি টুটলো রে !

—০—

দুয়ারখানি খুল্‌ল নারে ওদের দুয়ার খুল্‌ল না,
এই তো হ'ল ভালো,
ওরাই আজি বন্দী হ'ল বাহির হাওয়ার দুল্‌ল না,
তুই তো পেলি আলো,
এই তো হ'ল ভালো।
ওরা নিল জয়ের মালা,
তোরে দিল কতই জ্বালা,
সেই জ্বালাতে পূজার প্রদীপ জ্বল্‌লো রে তোর জোল্‌লো রে,
ঘুচলো আঁধার কালো।
এই তো হ'ল ভালো॥
এবার, চিন্‌বি তারে বাহিরে যে চির-গোপন
তার অভিসার প্রাণে প্রাণে সবার পথে নয় রে কখন।
শত দুখের আঘাত হানি'
সে পাঠালো লিপিখানি,
একাই যাবি একার লাগি' কাঁটায় কুসুম ফুটলো রে,
অলখে ফুটালো।
এই তো হল' ভালো॥

—০—

নীল পাহাড়ের পাশে
ঐ বাঁকা চাঁদ হাসে
ঘরে নয়, চল্ দূরে বাহিরে।
রাতি মোর গীতিময়
ঘুম ঘুম আজি নয়
বল্ দেখি আমি কা'রে চাহিরে॥

কানে নয়, প্রাণে বাজে
বেণু তার, মরি লাজে,
গাহিব না ভাবি, তবু গাহিরে ;
ঘরে নয়, চল্ দূরে বাহিরে॥

—০—

বাঁধিনু মিছে ঘর
ভুলের বালুচরে
উজান ধারা আসি'
ভাঙ্গিল চিরতরে ;
যে-তরু পেল প্রাণ
আমার আঁখি জলে
সে কি রে সাজিবে না
মধুর ফুল-ফলে,
হৃদয় দিব যা'রে
সে বুঝি যাবে স'রে।

হেরিতে হাসি যা'র
বাঁশরী গাহে মম
সে কেন দহে মোরে
অনল জ্বালা সম।
যা' কিছু গড়ি সুখে
সকলি ব্যথা বুঝি
আলেয়া হেরি শুধু
আলোক যবে খুঁজি
আজিকে শেষ খেয়া
একাকী বাহিব রে ॥

—:*:—

শেষে হলো তোর অভিযান
হীরা ফলে সোনার গাছে
হরিৎ-সায়র ভুলায় প্রাণ ;
আজ দেবতার আশীষ-ধারা
রৌদ্র হয়ে দিল সাড়া
আপন হতে বাহির হয়ে
বাহিরকে তুই ঘরে আন্।
দিগন্তে ঐ আকাশ নামে
মাটীর মায়ের পরশ নিতে,
বাতাস আনে চন্দন-বাস
শ্রান্ত হৃদয় ভ'রে দিতে।
কত আশা, কত ব্যথা
ধানের শীষে ফুটলো হেথা
ধূলায় গড়িস্ ইন্দ্রপুরী
তোরাই যে আজ ভগবান।

—:—

তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে
নিয়ে গেছ হায় একটী কুসুম
আমার কবরী হ'তে।
নিয়ে গেছ হিয়া কি নামে ডাকিয়া
নয়নে নয়ন দিয়া।
আমি যেন হায় ফেলে-যাওয়া-মালা
কূলহারা নদী স্রোতে।
খেলাঘরে কবে ধূলির খেলায়
দুটি হিয়া ছিল বাঁধা,
আমার বীণাটি তোমার বাঁশিটি
এক সুরে ছিল সাধা।
সে খেলা ফুরালো সে সুর মিলালো
নিভিল কণক আলো,
দিয়ে গেছ মোরে শত পরাজয়
ফিরে এসো জয় রথে ॥

—:০:—

আবার যেরে রং ফিরেছে ধূলার ধরণীতে
শুনবি তোরা গান
শুক্‌নো শাখা সবুজ হলো কোমল কিশলয়ে
এযে মাটীর দান।
ভুল করে যে কাঁটার ব্যথা দিল আজি মোরে
তারেই দিব ফুল,
যে ভেঙ্গেছে গানের বীণা গান শুনাবো তা'রে
ভাঙ্গবো তাহার ভুল।
দুখের মরুমাঝে এলো ফাগুন দিনের আশা
এলো আনন্দেরি বান
শুনবি তোরা গান।
যে বাতি আজ উঠলো জ্বলে সে কি অমর হয়ে
জ্বলবে চিরকাল
তুফান যদি আসেই ভোলা টুটবে সায়র মাঝে
ময়ূরপঙ্খী পাল
পারের দেখা পাসনি আজো হাল ধরে ভাই কষে
টানরে জোরে টান
শুনবি তোরা গান।

—:০:—

দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কি রে ?
হাসবি তোরা, বাঁচ্‌বি তোরা মরণ যদি আসেই ফিরে !
অন্ধকারের শিশু তোরা
আলোর তৃষায় মিছে ঘোরা
আপন হৃদয় জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বালবি সবার প্রদীপটিরে।
তোদের প্রাণে বন্দী হয়ে কাঁদে ভুখা ভগবান !
মুখে তবু খেলার বাঁশী যখন বুকে রয় পাষাণ ॥
হেলায় হেসে নিলি মরণ তাইতো মরণ পেলো লাজ।
ধূলির সাথে মিশে তোরা সোনার মত হলি আজ ॥
এবার যে রে প্রভাত আসে রাতের আঁধার গেল টুটে।
ভোরের আলোর তিলক পরে রাহির পানে আয়রে ছুটে
দুঃখ তোদের জয়ের মালা দুঃখ হ'ল মুকুট-শিরে।
বাঁধন হ'ল হাতের রাখী মুক্তি এলো নয়ন-নীরে ॥

——০——

লোহার লাঙল পরশ-পাথর ধূলায় সোনা গড়ে
আমন ধানের সময় এলো রইতে না'রি ঘরে।
দুধ-ভরা এই ধানের চারা হেথায় পুঁতে যাই
মাটীর মাগো গোলা ভরা ফসল যেন পাই।
ভিন্ দেশেরি সওদাগর আসবে ডিঙ্গা বেয়ে
সোনার দরে সোনা-ধানের দামটী নিব চেয়ে।
মায়ের কোলে হাসবে ছেলে বোনের কোলে ভাই
লক্ষ্মীমায়ের পায়ের সিঁদুর মাথায় রাখি তাই।
সূয্যিঠাকুর তোমায় বলি দিও মিঠে রোদ
মাঘ মণ্ডল ব্রতে হ'বে তোমার দেনা শোধ।
রূপার ঝারি হাতে লয়ে বর্ষারাণী এসো
নদে যেন বান ডাকে না—মোদের ভালবেসো।

——০——

কোথা সে খেলাঘর বিজন নদী-তীরে ?
সে-পথ খুঁজি একা আকুল আঁখি-নীরে ॥
সেথা যে তুমি শুধু আমার সাথী ছিলে,
মালিকা দেয়া ছলে পরাণ মোরে দিলে।
সরম-রাঙা হয়ে চাহিলে মালা ফিরে,
বাহিরে মায়া-রাতি বাড়িল ধীরে ধীরে ॥
তোমার মুখে ছিল শতেক শশী আঁকা
কাজল কেশে ছিল মেঘের ছায়া মাখা ॥
তুলিয়া বনফুল অলকে দিনু যবে
লুকালে কোথা হায় সজল কলরবে
কেমনে ধরে' রাখি বনের হরিণীরে ?
ফুরাল রূপকথা,
স্বপন মণি গাঁথা ॥
কিশোর লীলা শেষ কিশোর হিয়া আছে,
পুতুল খেলা নাই পুতুল-প্রিয়া আছে।
রঙীন পাখা মেলি'
সেদিন গেল চলি'।
গোধূলি বেলা তাই পিছনে চাহি ফিরে ॥

কজ্জলে নাহি কাজ উজ্জ্বল নয়ানে
শ্যামলের শ্যামরূপ আছে তোর ধেয়ানে ॥
মন্দার মালা নাই
ক্ষতি নাই, নাহি চাই
প্রেমের কনক রাখী
বাঁধা আছে পরাণে।
এ লগন মায়াময়
শেষ যেন নাহি হয়,
ঘুম নামে জাগরণে—ঘুম নাই শয়ানে।

প্রেম- যমুনারি পারে
মোর হিয়া কেঁদে মরে।
কোথা' বেণু-ধর শ্যামল
কোথা ধেনু গোঠে চরে।
নাহি রাধা অভিসারী
নাহি সখীজন তারি
কাঁদে বিরহী শুকসারী
বসি' ম্লান তমাল 'পরে।

নাই রাস মধুর খেলা
নীল সলিলে রূপ-মেলা
কাঁদে বিজন গোধূলি বেলা
ব্যথা-হিম নয়নে ঝরে।
খুঁজি' কানুর মায়া বাঁশি
বহে যমুনা জল রাশি
নাহি উছল কল হাসি
ভোলে উজান চির তরে।

এসো মাধব নিখিল-প্রিয়
আজি বিরহে মিলন দিও
এসো আঁধারে বরণীয়
চির সুধা শশীরূপ ধ'রে ॥

—:০:—

তোমার আমার মিলন প্রভু
চিরদিনের পালা
আমি প্রদীপ তুমি শিখা
তাইতে ভুবন আলা।
তোমার উষা আমার রাতি
কখন দোঁহে হলো সাথী—
আমার প্রাণে তোমার দানে
গাঁথা জীবন-মালা।
ধূপের সাথে গন্ধ জাগে,
কে ছাড়াবে তায়
তোমার প্রেমে সাধনা মোর
তেম্নি মিলে যায়।
নাই বিরহ এ মিলনে
সুরু বা শেষ কোন্ লগনে
এ যেন রে জীবন সাথে
মিলছে মরণ-জ্বালা॥

—:০:—

মধুমালা সই গো আমার
তোমায় যেন পাই
রামধনু-রং পাল উড়ায়ে
ডিঙ্গা বেয়ে যাই।
কত দেশ যে এলাম ছাড়ি'
সপ্ত সাগর দিলাম পাড়ি
চন্দ্র তারায় হেরি তোমায়
তবু তুমি নাই।

সোনার পালঙ্কে তুমি
কোথায় আছ শুয়ে
মেঘের বরণ মাথার কেশ
লুটায় বুঝি ভূঁয়ে;
গজমতির মালা গলে
চরণ রাখো শতদলে
সে চরণ পাইলে বুকে
হৃদয় জুড়াই।

—:০:—

চম্পাফুলের দেশে বন্ধু
চাঁদের আলোর দেশে
পরাণ হারানু কবে
তোমার ভালবেসে।
আপন গলার মালা যখন
দিলে আমার গলে
বনের পাখী উলু দিল
মিলন হইল ব'লে
তখন বুঝিনি বন্ধু
ছাড়তে হ'বে শেষে।
বিরলে বসিয়া ভাবি
না দেখা তো ছিল ভালো
নিভিয়া যাইবে যদি
কেন জ্বলে এমন আলো?
কথা যে ফুরালো বন্ধু
না কহিতে সব
না বাজিতে শেষ রাগিনী
বাঁশরী নীরব
আমি তো কাঁদিলাম কত
(তুমি) বিদায় নিলে হেসে।

—:০:—

তোমার গানের ডালা
তোমার গলার মালা
বহিতে পারি না আর
নাও ফিরে নাও বন্ধু আমার।
তুমি বলেছিলে রাতে
আসিবে উষার সাথে
সে উষা গোধূলি হয়
নিরাশা আমার আঁখিজলে ভেসে রয়।
সুখ ব'লে প্রিয় দুঃখ দিয়েছ
সহিতে পারি না আর
ফিরে নাও সব বন্ধু আমার।
শুধু দিয়ে গেলে যা কিছু দেবার
কিছু তো নিলে না পাথেয় তোমার
আসিবে না যদি জানিত হৃদয়
পরায়ে দিত সে রাখী
আমার চোখের কাজল দিতাম
তোমার নয়নে আঁকি';
সে কামনা কাঁদে হৃদয়ে আমার
আমারে ঘিরিয়া কাঁদিছে আঁধার,
বন্ধ দুয়ার রহিল বন্ধ
খোলা নাহি হ'ল আর।
ফিরিলে না তুমি বন্ধু আমার॥

—:০:—

কিরূপ হেরিনু যমুনা সিনানে,
নয়নে লাগিল রূপের অনল
কেমনে পশিল অতল পরাণে।
আধ আধ হাসে বারেক চাহিয়া
কি যেন কহিতে কি গেল কহিয়া
জীবন মরণ সে নিল হরিয়া
কি মায়া ছিল রে ও দু'টী নয়ানে।
এ আমি নহি তো আমি রে
পলে পলে বুঝি নব হয়ে উঠি
ও রূপ সায়রে নামি রে।
সে গেল চলিয়া তবু প্রাণে সে কি?
অদেখার পথে শুধু তা'রে দেখি
আলো হয়ে আসে মোর জাগরণে
কালো হয়ে আসে নিশীথ-শয়ানে।

—০—

প্রভু, হয় নি জ্বালা তোমার পূজার প্রদীপ-খানি
তবু, আলোক-তৃষা হবে না গো বিফল জানি
তোমারি গান আমার বীণায়
কভু যদি না বাজে হায়
তুমি আপন সুরে বাজিয়ে নিবে আমার বাণী।
যদি ফুল দিতে হায় ভুলে গেলাম
বেদী মূলে
তবু, তোমায় চেয়ে বন্দী সুবাস
কাঁদবে ফুলে
নাই বা ঝরুক আমার আঁখি
বাইরে তুমি গোপন থাকি'
ঝরাও পাষাণ-হিয়ায় প্রেমের ধারা পরশ দানি'।

—০—

সেই ভাল মা এম্নি ক'রে
লুকিয়ে থাকিস অন্ধকারে।
নইলে আমি তোরেই চেয়ে
কাঁদবো কেন বারে বারে?
রহুক দূরে তোরে পাওয়া
আমি চাহি চির-চাওয়া
সুখের দাবী করি মা গো
দুঃখ পাওয়ার অধিকারে।
প্রভাত আসে আলোক ল'য়ে
অমারতি আছে ব'লে
নিরাশাতে আশা আমার
ফলবে মাণিক চোখের জলে।
ঘাটের মায়া ছেড়ে আমি
অকুল মাঝে এলাম নামি'
কূলের দেখা চাই না মা তোর
কালো রূপের পারাবারে॥

—০—

আকাশ তোমায় রাখতে নারে ঢেকে
সে-ই তো হাসে অরূপ তব রূপের আলো মেখে।
আঁধার-মাঝে লুকাতে চাও
নিজের ছলে নিজে জড়াও
কোটী তারা জনম লভে তোমার জ্যোতি থেকে।
কানন-গিরি সৃজন করি' লুকাও তা'রি মাঝে
তারা যে, শ্যামল হয়ে শ্যামল তব লীলার সঙ্গী সাজে
গোপন থাকার মিছে আশা
পাখীর গানে তোমার ভাষা
দুখের মেঘে তোমার প্রকাশ রামধনু-রং এঁকে।

—০—

স্বপনে গিয়েছিনু হারানো ব্রজধামে।
(সেথায়) কেহ তো কাঁদেনারে স্মরিয়া রাধাশ্যামে।
বিজন তমাল-শাখে
মেঘেরা কাজল মাখে
উঠে না রাকা-শশী হারায়ে বাঁকা চাঁদে,
ঝুলন-রাতে কেবা ফুলের দোলা বাঁধে।
নাই সুবল শ্রীদাম সখা
খবলী শ্যামলী ধেণু
গোধূলি ওঠে না রাঙ্গি'
মাখিয়া গো-খুর রেণু
কানুর নীরব বেণু ধূলাতে লুটায়
যমুনা শুকালো সেথা মরম জ্বালায়।
শ্যামের গুণগাথা গাহে না শুকপাখী
রাধার প্রেম-ব্যথা কহে না সারী ডাকি'
হেরিনু বন-পথে রয়েছে পদ-রেখা
দুখের অভিসারে প্রেমিকা যেত একা
নাহি প্রেম-সন্ন্যাস বিরহে মিলন-আশ
গোকুলে হলো কি শেষ মধুর মাধুরী লীলা।
জাগিয়া দেখি হায় আমার চোখে বারি
বুঝি বা শ্যাম-রাধা আজিও আছে বাঁধা
রয়েছে অন্তরে গোকুল ছাড়ি'।

—:০:—

আমারে, উদাস করে কোন্ উদাসী
পাগল-করা ছন্দ-ভরা
বাজিয়ে বাঁশি
কোন্ উদাসী ?

আমি যে,
বাইরে শুনি ঘরে শুনি
প্রাণে শুনি দেহে শুনি
আমি যে বাঁশি শুনে হলেম বাঁশি
আমার, পরাণ বাজে জীবন বাজে
বাজে আমার কান্না-হাসি।
ছিল যে ব্যথা কত !
আজিকে তারাই বুঝি
হৃদয় মাঝে
গড়েছে রন্ধ্র শত।
আমার এ জীবন-বাঁশির রন্ধ্র কত !
কে আছে এমন গুণী আমায় লবে
কা'র সাথে মোর মিলন হ'বে
আমারে কোন্ অমরার সুরে সেধে
মরণ মাঝে বাজাবে কে
আমার মরণ হবে অমর সে-দিন
গরল হবে সুধা-রাশি।

—:০:—

আমার, মনের মাঝে মন রয়েছে
সেথায় ফোটে অচিন ফুল
সবাই বলে ওরে পাগল
এ যে শুধু মনের ভুল।
(আমার) আঁখির মাঝে রয় যে আঁখি
সে তো কভু দেয় না ফাঁকি
কয় সে ডেকে দেখেছি ফুল
অরূপ সে যে রূপের মূল।
আমার, সেই যে ফুলের সুবাস ল'য়ে
কত বিশ্ব-কমল জাগে
আমার, সেই ফুলেরি আলোর ছোঁওয়া
কোটী তপন চাঁদে লাগে।
কেউ দেখে না কোথায় আছে
আছে জানি প্রাণের কাছে
আমি যে তা'র গন্ধে পাগল
সবাই মোরে কয় বাতুল।

——০——

যে আমারে ডাক দিয়ে যায়
পরাণ তা'রে নাহি জানে
আপন-গড়া কতই নামে
তা'রেই ডাকি আমার গানে।
সে কি রে মোর ব্যথার মতন
সে কি হলো সুখের স্বপন
সে মোর, হিয়া থেকে বাহির হয়ে
কেন ডাকে বাহির পানে।

মেঘলা দিনে তা'রি ব্যথা
লুটায় বুঝি বনে বনে
তারায় তারায় হারায় সে যে
কয় সে কথা চাঁদের সনে
(সে যে) ফুলের মাঝে কাঁটার জ্বালা
ফুলের আশা কাঁটার মনে।
উষার বুকে জাগায় গীতি
গোধূলিরে কাঁদায় নিতি
(তারে) জানতে গিয়ে হার মেনে যাই
না জানিলে মন না মানে।

——০——

ফোটে ফুল মনের মাঝে
সে কেন যায় রে ঝ'রে ?
যদি রে উঠ্‌লো শশী
কেন মেঘ আঁধার করে ?
নয়নে ছিল হাসি
বহিল অশ্রু-রাশি
দু'জনে বাহির হ'য়ে
ফিরিনু একা ঘরে।
যেখানে রহে আশা
নিরাশা আসেই সেথা
মিলনের মধু-মাসে
বিরহ আনে ব্যথা।
জমিলে প্রাণের মেলা
তখনি ভাঙ্গে খেলা
হিয়াতে রাখি যা'রে
হারিয়ে যায় সে পরে ॥

—:০:—

হে অরূপ, হে গোপন,
এ আকাশ রবি-শশী তব রূপ
বুঝি তোমারই প্রকাশ,
তোমারই স্বপন।
তুমি সত্যম সুন্দরম্ তুমি শিবম্,
মহাকাল-সাগরে, প্রভু, তুমি অমৃতম,
প্রাণ-প্রদীপে তোমারই দীপন্।
হে অরূপ, হে গোপন্ ॥
তুমি দুঃখের ভালে দাও আনন্দ-রাজটীকা,
তুমি আনন্দ-গৃহে জ্বালো দুঃখ-দহন-শিখা,
তুমি মহাভয়, তুমি অভয়-শরণ ॥
সৃষ্টি-কমল শোভে তব করে,
প্রলয়ের খেলা চারু চরণ-ভরে ;
তুমি দিবা, তুমি রাত্রি,
তুমি আদি, তুমি অন্ত,
তুমি জাগরণ, তুমি নিদ্রামগন।
হে অরূপ, হে গোপন ॥

—:০:—

আমার চলার পথ
এবার হয়েছে সারা
আজি এ গোধূলি বেলা
তুমি কি দিবে না সাড়া ?
তোমারে সঁপিতে প্রিয়
বহি ব্যথা রমনীয়
আঁখি দু'টী ভ'রে আনি
কত জনমের ধারা।
এখন এসেছে মোর
ফুল ঝরিবার পালা
তোমার কণ্ঠে বুঝি
নব-পারিজাত মালা ;
খোল এ নিঠুর দ্বার
কহিব না কিছু আর
আমার সকলি নিয়ে
কর মোরে সব-হারা।

—০—

সন্ধ্যার ছায়া পারে
তোমায় দেখিনু যবে
একটী সে তারা জ্বলেছে তখন
নিরাকুল ম্লান নভে।
গেয়েছিল শাখে একটী পাখী
ফিরেছিল বায়ু গন্ধ মাখি'
তোমার মনের একটী কথা
কহিলে মোরে নীরবে।
সেদিনের নীরবতা
মৌন সে আকুলতা
কি যেন ভাষায়
ফুটিবারে চায়
আজি জীবনের গোধূলি বেলায়।
নব নব রূপে তোমারে চিনি
হৃদয় বাহিরে বাজে কিঙ্কিনি
সেই তুমি আর সেই আমি আজ
হারায়ে নূতন হ'বে॥

—০—

আজি মম অন্তরে
কত কথা সঞ্চরে
বন্ধুর লাগিয়া
দিন যায় মন্থরে
শাখে অলি গুঞ্জরে
আমি রহি জাগিয়া।
দিকে দিকে বাঁশী কা'র
শুনি আমি অনিবার
তা'রে নাহি দেখি গো
আঁখি জলে লিপি তা'র
লেখি আমি কত আর
আসিবে না সে কি গো?
আশা-রবি কত হায়
নিরাশাতে ডুবে যায়
ক্ষণ তরে রাঙ্গিয়া
যেবা তা'রে পেতে চায়
সে বুঝিরে নাহি পায়
এ জীবনে ডাকিয়া।

—০—

অকারণ আকুলতায়
কেন আজ আকাশ পানে চাওয়া
মেঘে মেঘে রং-এর খেলা তোর তরে নয়
তোর লাগি' নয় ফুল ফোটানো হাওয়া।
বাহিরের কাননশাখা তপনের স্বপনমাখা
তা'রে কি চাইলে পরই যায় রে কভু পাওয়া।
ওপারের মায়া-বাঁশি
থেমে যায় এপার আসি'
ওপারে ফুলের হাসি
এপারে অশ্রু-রাশি
ধূলাতে নিলি জনম খেলে যা ধূলির খেলা
ওরে ও খাঁচার পাখী কেন তোর পাখা মেলা?
রহিয়া ঘরের কোণে এ গান মিছেই গাওয়া।

—০—

গানের মাঝে তোমারে পাই
সদূর ওগো সেই তো চাই
দিনের আলো তোমারে ঢাকে
কোথায় যেন লুকায়ে রাখে
আঁধার প্রাণে লভি যে তাই।
বাহির ধরা খুঁজিয়া সারা
মিলে না কভু তোমার সাড়া
নীরবে যেন কি ভাবে ডাক'
বিরহে তুমি মিশায়ে থাক
মিলন মাঝে তাই যে নাই।

—০—

এ ঘোর বরষা রাতে
ব্যথার শ্রাবণ কোথা হ'তে ঝরে
আমার নয়ন-পাতে ?
অতীতের কোন বিরহ- বেদনা
আজি মোরে হায় করে আনমনা
মনে হয় মোর কে ছিল আমার
আমি ছিনু কা'র সাথে।
দূরে কোন্ বনে কাঁদিছে কপোতী
হারায়ে পরাণ-সাথী
কে যেন শুনিছে আমার কাঁদন
হিয়া মাঝে কান পাতি' ;
ছিনু যা' ভুলিয়া চিরভুল মাঝে
রহিয়া রহিয়া সে কথাটী বাজে
কা'র ফুল আমি দিয়াছি ফিরায়ে
লভিয়া আপন হাতে।

—০—

যে বাঁধনে চাহ বাঁধিতে মোরে
সে বাঁধন বুঝি বাঁধে তোমায়
আমারে চাহিলে কাঁদাতে যবে
আপনি তুমি যে কাঁদিলে হায়
এলে যদি প্রিয় দুঃখ দিতে
শতগুণ ব্যথা নিলে নিভৃতে
মোরে দিতে এলে বিদায় যবে
নিজে তুমি হায় নিলে বিদায়।
জয়মালা নিতে
পরাজয় পেলে
হার মেনে জয়ী
আমি অবহেলে।

আমার প্রদীপ নিভাতে আসি'
রচিয়া গিয়াছ দীপালী হাসি
আমারে নীরব দেখেছ প্রিয়
দেখনি বাঁশরি সঁপেছি পায়।

—০—

তোমায় আমায় দেখা হবে
অশ্রু-নদীর তীরে
নামবে তখন সন্ধ্যাছায়া
দু'টী জীবন ঘিরে।
সাঙ্গ হ'বে ধূলি-খেলা
ভাঙ্গবে হেথায় মায়ার মেলা
ফেলে-আসা পথের পানে
চাইবো না আর ফিরে।
ক্লান্ত পাখা পাখী যেমন
নিরুদ্দেশে চলে
তুমি আমি মিলিয়ে যাব
অতল তিমির তলে
কান্না-হাসির সকল পালা
এ জীবনের স্মৃতির মালা
ভাসিয়ে দিয়ে যা'ব মোরা
শেষের আঁখি নীরে।

—০—

আমারে পিয়াল বনের পাতার নাচন
ডাক দিল রে এমন ফাগুন প্রাতে,
সেথা কি সোনার হরিণ করে খেলা
সারা বেলা আপন ছায়া সাথে।
বুঝিরে মন হারালে যায় না পাওয়া সেথা
সেথা কি ফুল হয়েছে বনের মনের ব্যথা
কত যে চাঁদের আলো সেথায় এলো
বন্দী হল সে কোন্ শুক্লা রাতে!
সেথায় হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ যে
আমার হৃদয়-মাঝে
কত যে লুকিয়ে-থাকা আশা আমার
গান হয়ে আজ বাজে,
আজিকে আপন মনে মনের সাথে খেলা
শুধু যে জেগে থাকা যেথায় চাঁদের মেলা
আজিকে এ জীবনের চাওয়া-পাওয়া
শেষ হ'ল রে তাই তো পরাণ মাতে।

—০—

সবাই কহে তুমি বন্ধু
যেন ফুলের মালা
পরাণ দিয়ে বুঝিলাম গো
তুমি প্রাণের জ্বালা।
তুমি নাকি সুধায় গড়া
এই তো কহে সারা ধরা
আমি জানি গরল তুমি
তাই তো চিকন্ কালা।
আকাশের চাঁদ না চাহিলাম
তুমি শশীর লাগি'
দুঃখে যে কাটিল নিশি
বৃথাই জাগি' জাগি'।

তোমারি লাগি' কুল ছাড়িলাম
তোমার ওকূল নাহি পাইলাম
আপন জনে হাসে, আমি
কাঁদি গো নিরালা॥

—০—

নিঠুর বলো না মোর শ্যামে
আমার বিরহে ছাড়িল মুরলী
বহে জপমালা মোর নামে।
আমি বিবাগিনী সেও তো উদাসী
আমার কাঁদনে সেও কাঁদে
যদি আমি ডাকি কোথা কানু বলি,'
পরাণে শুনি সে ডাকে রাধে।
আমি একাকিনী জনম দুখিনী
মোর শ্যাম-শশী চির একা
শুধু কাঁদিবারে নয়ন আমার,
না পাইলাম বঁধুর দেখা,
সখিজন কহে শোন বিধুমুখী
বিরহে প্রেমের হলো জয়
তিয়াসা নহিলে কে চাহে সলিলে
মিলনে সে চাওয়া শেষ হয়।

—০—

আকাশে ঐ রংএর লিখন
তাতে ও মন ভুলিস্ না রে
হঠাৎ হাওয়ার সুখের দোলায়
ভুলেও তুই দুলিস্ না রে

যাদের বাঁশি সুরে সাধা
তা'রা কি চায় তোর এ কাঁদা
আপন মাঝে থাক লুকিয়ে
বন্ধ দুয়ার খুলিস্ না রে।
কাঁটার তরু ফুল দিবে না
কেন ফুলের আশায় থাকা
মিছে হাসিব ছল্ করে হায়
অশ্রু-ধারা যায় না ঢাকা।
আপন হতে ওরে ও মন
মিলে যদি পরশ রতন
রাখিস্ তা'রে হৃদয়-কোণে
বৃথাই ধূলি তুলিস না রে॥

এবার উঠিল সন্ধ্যা-তারা
বীণাটী আমার রাখিব তুলিয়া
গান তো হয়েছে সারা।
ফাগুনে যেমন বিকশে ফুল
তেমনি জাগিল গীতি-মুকুল
আজি দিন-শেষে সে ফুল পড়িল
ঝরিল সুরের ধারা।
কত যে কামনা কত যে বেদনা
খুঁজেছিল ভাষা গানে
বলা হলো সবি তবু মনে হয়
সবি রয়ে গেল প্রাণে।
যে সুরে হরষে বেদনা জাগে
যে সুরে ব্যথায় পুলক লাগে
নীরব সে সুর আমার বীণায়
বুঝি বা দেয় নি সাড়া।

—:০:—

প্রভাতী ফুল যা'রে চাহে
তারে ও মন চিন্‌তে হ'বে
তা'রা জ্বালে আরতি যা'র
দিকে দিকে রাতের নভে
তা'রে'ও মন চিন্‌তে হ'বে।
যে এসে তোর খোলে দুয়ার
ঘরে আনে আলোর জোয়ার
জাগিয়ে তোরে বাহির ক'রে
আড়াল দিয়ে যায় নীরবে
তা'রে ও মন চিন্‌তে হ'বে।
তা'র লাগি' হায় কাঁদতে হবে
জনম-ভরা কাঁদন
তা'রে পাবার সুখের তরে
কর্‌বি দুঃখ সাধন।
এতদিনের হাসি-রতন
ছাড়বি যেন মলিন বসন
আপন ক'রে তা'রে পাবি
আপনাকে তুই ভুল্‌বি যবে।
তা'রে ও মন চিন্‌তে হ'বে॥

—•—

আমার ব্যথা গান হয়ে আজ বাজে
মেঘ-মলিন শ্রাবণ সাঁঝে।
বৃষ্টিধারার কলকথা
বহে নিবিড় আকুলতা
ফেলে-আসা একটী রাতি
কাঁদে আমার হিয়া মাঝে।

বাতাস ছিল উতল সেদিন
কেয়াফুলের গন্ধ মাখা
আমার চোখে ছিল সেদিন
তোমার চোখের স্বপন আঁকা
একটী প্রদীপ বাতায়নে
একটী কথা দোঁহার মনে
সে-কথাটী পায় নি ভাষা
কি জানি কোন্ গোপন লাজে।

—০—

যেথা দিন মিলাবে
অস্তাচলের ছায়াপারে
সেথা খুঁজবো তোমায়
চিররাতের অন্ধকারে।
যা'রা চলে চলার সুখে
ফিরে না আর ফেরার মুখে
এবার, তাদের মাঝে চাইবো তোমায়
বারে বারে।
নাই বা যদি হলো পাওয়া
দুঃখ কিছুই নাই
আমার চাওয়া পা'বার আশা
রাখে না যে তাই।
রাতের কুসুম যেমন ক'রে
জেগে থাকে চাঁদের তরে
তোমায়, চাই না পেতে সেই বিরহের অধিকারে

—০—

তুমি হইও চোখের জল
দু'টী নয়ন-পাতে
সকলে ছাড়িলে মোরে
তুমি থেকো সাথে।
ঝরা-ফুল হইও বন্ধু
আমার বাগানে
তোমারে রাখিব ধরি'
এ ভাঙ্গা পরাণে
তোমার ধূলা আমার জ্বালা
মিল্‌বে বেদনাতে।
তুমি না হইও রে শশী
কলঙ্ক দিবে সবে
আঁধার হইয়া আমার মনে
আসিও নীরবে।
মলয়া বাতাস জানি
তোমার আমার নয়
আমার নিশ্বাস তোমার হুতাশ
তাই তো মিশে রয়
দুখের সাথে দুঃখ মিলে
সুখেরই আশাতে॥

—০—

দুঃখ আমার হলো না জয়ী
বিজয়-তিলক ল'য়ে
সাধনা মম ফোটেনি আজো
অমলিন ফুল হ'য়ে।
রয়েছে রাতি আঁধারে ঢাকা
কোথায় রূপ চাঁদিমা রাকা

বেদনা দিয়ে যে-দীপ জ্বালি
নিভিল নিশ্বাস ব'য়ে।
বাঁধন রচি বাঁধিতে কা'রে
সে-বাঁধন বাঁধে মোরে
বাহির পানে যে-পথে চলি
সে-পথ ফিরায় ঘরে
পেয়েছি ব'লে যা-কিছু রাখি
তা'রা যে মায়া তা'রা যে ফাঁকি
জয়ের মালা যা'রেই ভাবি
ঝরে সে যে পরাজয়ে।

—:০:—

আজি গোধূলির বাঁশরি
মোরে ডাকিল পথের 'পরে
যেথা রজনীগন্ধা কলি
বৃথা গন্ধ লইয়া ঝরে
যেথা প্রভাতের বন-পাখী
এখনো ফিরেনি ডাকি'
যেথা সুরু হয় শেষ, রহে না যে রেশ
সে-পথ আমার তরে।
আজি বিরহ পাথেয় মম
জ্বলিবে সে দীপ সম
অশ্রু আমার কণ্ঠের হার
দুঃখ যে প্রিয়তম।
দিন যদি গেল যাক
শুধু আঁধার ঘিরিয়া থাক
যে-ঘর আমায় দিয়েছে বিদায়
ফিরিব না সেই ঘরে।

—০—

তোমার যা'বার কালে
বকুল ঝরিল পায়
উদাসী সুবাস তা'র
আজিও খোঁজে তোমায়।
যেথা খেলে বন-ছায়া
আজো সেথা তব মায়া
ছল্ ছল্ চাওয়া তব
বরষার জ্যোছনায়।
তুমি যে ভুলিয়া গেলে
সেদিনের সব খেলা
আমার একূল ছাড়ি'
কোথায় ভিড়ালে ভেলা ?
আজিও আঙ্গিনা তলে
প্রদীপ তেমনি জ্বলে
সে-ও আছে পথ চাহি'
তোমারে বরিতে হায়।

—:০:—

সেদিন বরষা রাতি
আমি ছিনু একা তুমি-হারা হয়ে
বিরহ-শয়ন পাতি'
তোমার জ্বালানো দীপ ছিল ঘরে
নিভিল না কেন বাহিরের ঝড়ে ?
কেন ঝরিল না রজনীগন্ধা
যে ছিল তোমার সাথী
বহিল না চোখে বেদনার ধারা
বেদনা মুছিত তবে
হৃদয়ে আমার নাহি এলো গান
এমন হয়েছে কবে ?
তুমিও কি হায় মোর বাঁশি লয়ে
বাদলের সুরে কাঁদো র'য়ে র'য়ে
তুমিও কি প্রিয় নিভাতে পারো না
মোর নামে জ্বালা বাতি ?

—:০:—

তুমি ফিরে এসো তোমার ভুবনে
কত ফুল হায় ঝরিল ধূলায়
কত ধূপ জ্বলে বিরহ-দহনে।
দাও ফিরে গান পাখীর গলায়
দাও তব আলো শশী তারকায়
এসো অভিমানী তুমি-হারা মনে।
কনক-প্রভাত আসে না তো আর
খোলে না তোমার মন্দির-দ্বার
ভিতরে বাহিরে শুধু যে আঁধার।
ফাগুন ফিরে না ধরণীর পথে
চির-বসন্ত এসো জয়-রথে
বিরহ ভুলানো অসীম-মিলনে ॥

—০—

প্রভু আমার সকল ভুল
তোমার চরণ পেয়ে এবার
হলো অমল ফুল।
বেছে নিলাম যে-পথ খানি
সে পথেই ছিলে জানি
(আমার) ধূলিখেলাই পূজা হলো
করুণা অতুল।
সবার কণ্ঠে তোমারি গান,
আমিই ছিলাম ঘুমে
তবু আমায় জাগিয়েছিলে
নয়ন দু'টী চুমে
পাপের বোঝায় ভরা তরী
ছিল ঘিরে বিভাবরী
কোন্ আলোকে আঁধার জেলে
দেখিয়েছিলে কূল।

—০—

মনের মাঝারে গড়িনু বৃন্দাবন
সুন্দর তুমি ক'র খেলা অনুখন।
জাগি না পূজার বাতি
জাগি না আসন পাতি'
হিয়ার নয়নে রূপ করি দরশন।
পথে পথে খুঁজি'
ফিরেছি এবার ঘরে
দেখি সেথা হরি
রয়েছো আমার তরে।
আপনারে ভালবেসে
তোমারে লভেছি শেষে
কেহ যা' পায় না পেয়েছে আমার মন।

—০—

মিলনে তুমি নাহি যে প্রিয়
বিরহে লভি তাই
হারায়ে নিতি তোমারে আমি
নূতন ক'রে পাই।
শুক্লারাতে ফুলের দিনে
তোমারে হিয়া নাহি তো চিনে
আপনি আমি আঁধার গড়ি
তোমারে একা চাই।
আছিল যা'রা পথের সাথী
হয়েছে খেয়া পার
তোমার তরী না এলে হেথা
কে নিবে মোরে আর ?
আপন হয়ে আসিল যা'রা
বাহিরে শুধু রহিল তা'রা
হিয়ার মাঝে তুমি যে হিয়া
কেহ তো আর নাই ॥

—০—

রাতের পাখী ডাকে
পিয়াল-তরুশাখে
কহে সে বিরহীরে
এসো গো মোর নীড়ে
সুখের শশী হেথা
খেলিছে মেঘ-ফাঁকে
হেথা যে ভালবাসা
বেঁধেছে নিজ বাসা
ঝরে না ফুলদল
ঝরে না আঁখিজল
পূর্ণ সব আশা।
হিয়ার বিনিময়ে
রহিবে হিয়া ল'য়ে
করিবে মধুময়
বিফল বেদনাকে।

—০—

(বাহার)

তোমার গানের শেষে
ধরেছিনু আমি গান
তাই বুঝি মোর 'পরে
হোল এত অভিমান।
চেয়েছিলে নীরবতা
না বুঝে কয়েছি কথা
সহিতে নারিলে হায়
সেদিনের অপমান।
চেয়েছিলে ব'সে থাকা
তব পথ পাশে
কেন বাহিরিনু পথে
মিলনের আশে ?
চাহি নাই হিয়াপুরে
চেয়েছি নিলাজ সুরে
নিজেরে পূর্ণ ভাবি'
শূন্য রহিল প্রাণ।

—০—

কোমল শিরীষদলে
কত হিমকণা জ্বলে
সেকি তব আঁখিজল ?
তোমার লাবণি চাঁদের নয়নে
হোল কি চির উজল ?
কপোলে তোমার যে-রাঙ্গিমা জাগে
ঊষার আকাশে তা'রি ছোঁওয়া লাগে
তব কণ্ঠের সুর-পরশনে
জাগিছে লীলা কমল।

(তিলাং)

ফাগুনের বুকে তোমার কামনা
তব অভিসার বাদল-রাতে
মনের বাহিরে তুমি যে অজানা
তব পরিচয় মনের সাথে।
বিরহ-আঁধার বাহিরে রচিয়া
মিলন-তৃষায় কাঁদাইছ হিয়া
জীবনের শেষে সব-হারা হ'য়ে
বুঝিব কি তুমি ছল ?

—০—

সে কোন্ সাগর পারে
রামধনু-আঁকা নীলপাখী-ডাকা গগন তলে
গিয়েছিনু একা তোমায় পাইব ব'লে
নিয়েছি মালিকা বাঁধিতে তোমায়
দখিনা বাতাস কে বাঁধিবে হায়
ছিল চোখে জল দিব ব'লে পায়
মায়ার হরিণী তুমি গেলে কোথা' চলে ॥
তোমার হৃদয়ে হৃদয় মিশাতে
চলি চির পথমাঝে
নিভৃত হিয়ার নীরব কথাটী
তোমার মনে কি বাজে ?
আজ বেলা নাই জীবনে আমার
ফিরিতে চরণ চলে না যে আর
প্রদীপ জ্বালায়ে হেথা রেখে যাই
তোমার ধেয়ানে সে যেন একাকী জ্বলে।

—:০:—

ময়ূর-কণ্ঠী নদীর নাম
সোনার কমল সোঁতে ভাসে
কা'র নামে কে ভাসায় রে ফুল
কা'র আঁখিজল ফুলে আসে ?
পরাণ খিদরে দুখে
মনের কথা কয় না মুখে
কে তা'রে কাঁদায়ে আজি
দূরে বইসা নিজে হাসে।
কেশের কমল যেই না দেশে
যাবেরে ভাসিয়া
তার নিঠুর বন্ধুর হাতে
তোমরা দিও নিয়া
বিরহিণীর দুখের জ্বালায়
সে-ও তবে জ্বলিবে হায়
পরাণে বন্ধুর কথা
জাগিবে ফুলের বাসে।

—০—

আঁধারের হিয়া টুটে
আলোকের কমল ফোটে
ফোটার সময় হ'লে,
দুখেরি পাষাণ-শিলা
গ'লে হয় নদীর লীলা
সাগর পানে চলে
যে-পরাণ আপন ভয়ে
লুকাতো অন্ধ হয়ে
সে আজ বাঁধন হারা,
জীবনের সুধা বুঝি
আজিও পাবো খুঁজি'
হয় নি আজো সারা
লেগেছে পালে হাওয়া
হবে রে তরী বাওয়া
সুদূর সোণার কূলে
এবারে জয়ের পালা
ভরিবে শূন্য ডালা
পথের পাওয়া ফুলে।

—০—

সখা, কে তোমারে গড়েছিলো
কোটী চাঁদ ছানি আনিয়া লাবণি
বয়ানে মাখিয়া দিল।
কে দিল বাঁশরি হাতে
গোকুলের হিয়া সে সুরে বাঁধিয়া
নিয়ে গেছে তব সাথে।
(মোদের বলতে কি আছে আর ?
নয়ন হ'তে নিয়েছ মণি, ওহে নীলমণি
দেহ হ'তে সখা নিয়েছ প্রাণ
মোরা জীবন থাকতে মরেছি তাই।)
নয়নে তোমার তেরছ চাহনি
বঙ্কিম সুঠাম দেহ
ধেয়ানে ধরে না, নয়নে সহে না
বুঝেও বুঝে না কেহ।
কোমল শ্যামল তনুর আড়ালে
কে দিল নিঠুর হিয়া
ক্ষণিক মিলনে ভুলায়ে ছলনে
যাও চির ব্যথা দিয়া
কুলে কালি দাও তুলে নাহি নাও
সকলি হরিয়া নিয়া।
যে বিধি তোমায় নিরমিল হায়
শুধাবো তাহারে পেলে
কাঁদাতে ভুবন গড়েছ রতন
দেখনি নয়ন মেলে।

—০—

সে কোন সুরে
হৃদয় পুরে
স্বরগ সুধা আনো
হে গুণী তব
এ লীলা নব
তুমিই শুধু জানো।
তোমার সাথী ফাগুন বায়
সহসা হেরি বাদল ছায়
কভু যে মোরে
রাখ হে দূরে,
নিকটে কভু টানো।
মায়াবী তব রূপের ছবি
বোঝে না শশী বোঝে না রবি
তোমারি প্রেমে আপন-হারা
খুঁজিয়া তবু পাইনা সাড়া
বুঝিতে নারি
কখনো হারি,
কখনো হার মানো।

—০—

কালিয়ারে দেখি' কালো হলো আঁখি
কলঙ্ক লাগে কুলে
সুখের আশায় গৃহ ছাড়ি' হায়
রহি বিষ-তরু মূলে।
আপন ত্যাজিয়া আপন লভিতে
আপনা হারানু আমি
শোন সখিজন এবার মরিব
ও রূপ-সাগরে নামি'।
(শ্যাম-রূপ-সাগর
বাহিরে মধুর অন্তরে গরল
আমারে বধিবে জানি)
প্রেমিক সুজন যারে ভাবি সখি
সে হয় নিঠুর জানি।
কত জনমের পুণ্য লাগিয়া
হেন বঁধু পেয়েছিনু
কত জনমের পাপ ছিল মোর
সে বঁধু অপরে দিনু
আমার মতন কে আছে দুখিনী
বুঝিবে মরম-জ্বালা
দুখের কপালে মণি হয় ফণি
সুধায় গরল ঢালা।

—০—

সে যে অন্তর ময়
কভু শুনি তা'র কথা
ক্ষণে একি নীরবতা
জানি তবু জানা নয়
সে যে অন্তরময়।
হারায়ে হারায়ে তা'রে
ফিরে পাই বারে বারে
ধরা দেয় অধরা সে
দূরে থেকে কাছে রয়
সে যে অন্তরময়।
আপন হতে সে প্রিয়
আপন তবু সে নহে
বিদায় করিলে তা'রে
বিরহ ভরিয়া রহে।
দিন যামী একি খেলা
কভু প্রেম কভু হেলা
হারায়ে সে হার মানে
পরাজয়ে তা'র জয়
সে যে অন্তরময়।

———

তোমার বনে ফাগুন এলে
তুলিয়া নিও আমার মালা
তোমার নভে উঠিলে চাঁদ
স্মরিও শুধু কে ছিল আলা।
বরষা এলে রাখিও মনে
দিয়েছ জল কা'র নয়নে
প্রদীপ জালি' ভাবিও তুমি
কাহার দীপ হয় নি জ্বালা।
নয়ন হ'তে হৃদয়ে রাখি'
যাহারে দিলে সকল কিছু
চলার কালে দেখনি ফিরে
সেজন তব রহিল পিছু।
বিমনা হয়ে ভুলেছ যাহা
আমার মনে রহিল তাহা
নয়নে তব দিয়েছি হাসি,
আমার থাক্ কাঁদার পালা।

—:০:—

আমার লাগিয়া তুমি হলে যোগী
আমারে কাঁদাতে কাঁদো
আমি রহি ভুলে সে ভুল ভাঙ্গাতে
পরাণে রহিয়া সাধো
হে দয়াল শুধু অবহেলা পেলে
তবু যে কখনো সরে নাহি গেলে
যে বাঁধন চাই ছাড়াতে সদাই
সে বাঁধনে মোরে বাঁধো।

ফুরায়েছে বেলা ফিরি নাই ঘরে
ঘর হ'তে তুমি এলে মোর তরে
আমি যবে গড়ি আপনি আঁধার
তুমি জ্বালো প্রভু প্রদীপ আমার
শুনিতে চাহিনা তবু শুনি বাঁশি
একি মায়াজাল ফাঁদো।

—০—

যদি বা ফুরালো গান
ঝরিল দুয়ারে লতা
নয়নে আছে তো জল
সে কহে মনের কথা।
বেলা নাই গাহে পাখী
রজনী এখনো বাকি
আঁধারে বিলায়ে দাও
দিবসের আকুলতা।
সহসা চলার পথে
পথ যদি হ'লো শেষ
হারানো পথের পারে
রয়েছে ধ্যানের দেশ।
যে দিল না ধরা এসে
তা'রে যদি পাও শেষে
তৃণসম দীন হয়ে
চরণে রহিও নতা।

—০—

সন্ধ্যা যখন নামে গোপন পায়
ঘুমপাড়ানি গানটী গেয়ে
কে চলেরে এ পথ বেয়ে
জাগতে গিয়ে ফুলের কলি
সেই সুরে ঘুমায়।
কয় সে ডেকে ঘুমাও শশী
মিছে তোমার আলোর বাঁশি
মেঘের ফাঁকে বারেক হাসি'
চাঁদ লুকিয়ে যায়।
আমার দ্বারে সে এসে কয়
নয়ন জেগে আর কেন রয়
নিভাও তোমার সাঁঝের বাতি
এ নহে গো মিলন-রাতি
নয়ন তখন ঘুমিয়ে পড়ে
পরাণ জাগে হায়।

—০—

আজি নব পরিচয়ে
তোমারে চিনেছি আমি
কভু জয়ে পরাজয়ে।
তুমি এলে প্রাণে দুখ সম
কভু আনন্দ নিরুপম
ফাল্গুন আনো তুমি
আনো বারিধারা ব'য়ে।

কান্না-হাসির দোলায়
মেঘ-তপনের খেলায়
এই তো পেয়েছি জানি
আজ, হিয়া দিয়ে হিয়া জানা
আর সবি মিছে মানি।
মোর ভুল, তব হেলা
তবু তো প্রাণের মেলা
মিলনে বিরহে মম
তুমি আছ চির হয়ে।

——০——

বিজন ঘরে মনের সাথে
কত যে খেলা হয়
শারদ মেঘে যে ছবি জাগে
সে মোর প্রাণে রয়
বনের বেণু উতলা সুরে
যে মায়া বহে নিকটে দূরে
তাহারি কিছু রাখিয়া যায়
আমার হিয়া ময়।
স্বপন-ভেলা বাহিয়া চলি
অজানা পুরী পানে
কাহারে চাহি চাহিনা কা'রে
হৃদয় নাহি জানে।
কাহারে যেন পেয়ে হারাই
আবার বুঝি হারায়ে পাই
কখনো ফোটে কখনো ঝরে
আশার কিশলয়।

—০—

শেষ

হালখাতা

(ছোটদের বার্ষিকী)

প্রথম বর্ষ, ১৩৪৮ ঃ দাম—এক টাকা।

যুগ্ম সম্পাদক—

অসীম দত্ত ও রমাপ্রসাদ মিত্র।

বাঙলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিদের নিকট হইতে ছোটদের উপযোগী গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটিকা লইয়া ১৩৪৮ সালের শুভ পয়লা বৈশাখ "হালখাতা" বার্ষিকী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত ও স্বহস্তে লিখিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাণী-কবিতা ইহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

মোট ১৮০ পৃষ্ঠার বই ; পুরু এ্যান্টিক কাগজে পরিষ্কার সুন্দর ছাপা ; প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত রঙীন মলাট ; মোটা পেষ্টবোর্ডে সুন্দরভাবে বাঁধান। বইখানি আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, Amrita Bazar Patrika, Hindusthan Standard, আজাদ, কৃষক ; দীপালী, বাতায়ন, দেশ, নবশক্তি, দুন্দুভি ; প্রবাসী, ভারতবর্ষ, জয়শ্রী, মোহাম্মদী, পরিচয়, কৈশোরক, মৌচাক, রূপকথা,—প্রভৃতি বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রিকা কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

কলিকাতার প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পুস্তকের দোকানে "হালখাতা" পাওয়া যায়। দাম—এক টাকা। ডাক মাশুল চার আনা স্বতন্ত্র। মফস্বল-বাসীগণ মোট পাঁচসিকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইলেই আমরা Rgd. Book Postএ "হালখাতা" পাঠাইয়া দিব।

রমাপ্রসাদ মিত্র
৪১-ডি, একডালিয়া রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

UNIVERSITY OF CHICAGO
100 613 901